প্রথম আলো

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সর্বাত্মক কর্মবিরতি। গতকাল দুপুর ১২টায় চট্টগ্রাম কলেজে ● ছবি : প্রথম আলো

বিসিএস শিক্ষকদের কর্মবিরতি

সরকারি কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয়করণ হওয়া এবং হতে যাওয়া কলেজশিক্ষকদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবিতে সারা দেশে সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন দপ্তরে দুই দিনের কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা।

এ কর্মবিরতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দিনের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে কর্মবিরতির প্রথম দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশের তিন শর বেশি সরকারি কলেজে ক্লাস হয়নি বলে শিক্ষকেরা জানান। আজ সোমবারও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, চট্টগ্রামের সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ ও পটিয়া সরকারি কলেজ, জয়পুরহাটে তিনটি সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে একই চিত্র দেখা গেছে। শিক্ষকেরা কলেজগুলোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মবিরতিতে গেছেন। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কুমিল্লা অঞ্চল, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কর্মবিরতির প্রভাব পড়ে।

অবশ্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কলেজশিক্ষক বলেন, কোনো কোনো কলেজে আত্তীকৃত হওয়া কলেজ থেকে অধ্যক্ষ হয়ে আসা শিক্ষকেরা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে অন্যদের আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার *প্রথম আলোকে* বলেন, সারা দেশেই এই কর্মবিরতি পালিত হচ্ছে। যদি তাঁদের দাবি না মানা হয়, তাহলে আগামী ৬, ৭ ও ৮ জানুয়ারি আবারও পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। কিন্তু এর আগে যদি প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও জাতীয় শিক্ষানীতির বাইরে কিছু করা হয়, তাহলে লাগাতার কর্মসূচি দেওয়া হবে।

> জাতীয়করণ হওয়া কলেজশিক্ষকদের বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি

যেসব উপজেলার সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে বেসরকারি কলেজকে সরকারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কলেজকে সরকারি করা হয়েছে এবং আরও ২৮৩টি বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা বলেন, এসব কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করা; তাঁরা কোনোভাবেই মানবেন না। ওই সব শিক্ষককে নন-ক্যাডার করতে হবে। তাঁদের জন্য আলাদা নীতিমালা করতে হবে। এই দাবিতে তাঁরা কয়েক মাস ধরেই আন্দোলন করছেন। সর্বশেষ গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করে কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

তবে জাতীয়করণ হওয়া ও হতে যাওয়া কলেজশিক্ষকেরা দাবি করছেন, তাঁদেরও আগের মতো ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি সাত কলেজের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেটি স্থগিত করে। আজ প্রথম বর্ষ ডিগ্রি পাস পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। সেটাও স্থগিত করে সাত কলেজের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, অনিবার্য কারণবশত পরীক্ষা দুটি স্থগিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরীক্ষার কারণে এমনিতেও ক্লাস বন্ধ ছিল। দুই দিনের পরীক্ষা স্থগিত করায় আর ক্লাস বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির আন্দোলনের সঙ্গে আমরা একমত। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করেছে।'

মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজের একজন শিক্ষকনেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষকেরা কলেজে গেলেও ক্লাস, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজেও অংশ নেননি। তাঁরা ধর্মঘটের সময় ব্যানার টানিয়ে রেখেছিলেন। জয়পুরহাট সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ ও পাঁচবিবির মহিপুরপুর হাজী মহসিন সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের অনেকে পরীক্ষা দিতে এসে ফিরে গেছেন।

চট্টগ্রামের পটিয়া সরকারি কলেজশিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার পাশাপাশি কলেজের অভ্যন্তরীণ দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা ও একাদশ শ্রেণির সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। শিক্ষকেরা কলেজ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন।

কর্মবিরতির কারণে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড নাম ও বয়স সংশোধনী কমিটির সভা স্থগিত করেছে। এতে সেবা নিতে আসা নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা আট ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কুমিল্লা অঞ্চল, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজসহ ১১টি সরকারি কলেজে একযোগে ওই কর্মবিরতি চলে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সংশ্লিষ্ট অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিরা সহযোগিতা করেছেন]